একটি সামান্য স্মৃতি

জয়দেব চক্রবর্তী

তখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছি আমরা। শস্যের বুক জ্বালিয়ে দিয়ে
আমাদের ঘরে ঘরে শত্রুপক্ষের ক্যাম্প। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা
জল্লাদের হাতগুলো এত লম্বা যে, আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলে তা অজস্র
মৃত্যুকে ছুঁয়ে যায়। সেরকমই বহু মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে পাহাড়ে টিলায়
ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের ক্ষুধা ক্লান্তি আর্তনাদের অসম্ভব দিনগুলি রাতগুলি।
মৃত্যুর আগে মৃত্যু নিয়ে বেঁচে থাকা তেমনই এক দিন। যুদ্ধেরও তখন ন'মাস গত প্রায়।
সবুজ রক্তের টিলার নীচে আমাকে পাহাড়ায় রেখে অন্য টিলার ফাটল থেকে
বেরোনো জলধারার খোঁজে গেলেন জনক জননী। আমি একবার শত্রুর
পদচিহ্নের দিকে তাকাই একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বে টিলার সবুজ রক্তের দিকে।
বিপর্যয়ের দিনগুলোতে কত ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ডে দিন ফুরায় তা জানার
ফুরসৎ ছিল না। তবুও কী এক প্রশান্ত আবেগে আমি মেঘে মেঘে
রক্তগোধূলির নাচ দেখতে গিয়ে দেখে ফেলেছিলাম—টিলার ফাটল জুড়ে
জলের শয্যায় এক দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষায় যেতে সঙ্গম করছে আমারই জনকজননী।
পৃথিবীতে এত পবিত্র সুন্দর মিলনের দৃশ্য আমি এর আগে পরে কখনো দেখিনি।

ওই দেখার চোখই আমাকে আজও
অন্ধত্বের ইচ্ছা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শ্রীকাকুলম রোড

অভীক ভট্টাচার্য

এই যে শ্রীকাকুলম রোড স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম
যার একদিকে একটা গোটা উপমহাদেশ আর অন্যদিকে
বাতাবি গাছের নীচে অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে থাকা জান্‌কিবাঈ,
এইখানে অনেক রাত্রে একটা ট্রেন এসে থামে

যেন এতদিন পর তার ছুটি হল,
ডিউটি ফেরৎ ট্রেন তাকে ঘর অবধি ছেড়ে দিয়ে যাবে

কোথায় ফিরিয়ে দেবে?
গুন্টুরের দিকে?
অনন্তপত্তন গ্রাম? নালগোন্ডা? রঙ্গারেড্ডি জেলা?
সেইখানে বাড়ি ছিল তার? খেতিবাড়ি? পাট্টা পেয়েছিল?

জান্‌কির ঘর কই—
নির্ণায়ক এই প্রশ্নে আপাতত বাতাবি গাছের নীচে, অন্ধকারে,
একটা গোটা ইলাবৃত অপেক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে